[২০২০] ৯ এস. সি. আর. ৪৫৫

হিন্দুস্তান ইউনিলিভার লিমিটেড

বনাম

মধ্য প্রদেশ রাজ্য

(২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৭১৫)

নভেম্বর ০৫,২০২০

[এল. নাগেশ্বর রাও, হেমন্ত গুপ্তা এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিদ্বয়]

খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪-এর ধারা ১৭-খাদ্য নিরাপত্তা ও মান আইন, ২০০৬-এর ধারা ৯৭-সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ধারা ৬-৪ অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত ডালদা বনস্পতি খাজুর ব্র্যান্ড ঘি সম্পর্কিত একটি নমুনার ভিত্তিতে খাদ্য ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক দ্বারা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল-উক্ত কার্যধারাটি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা আর ব্যানার্জি ও অন্যান্যরা বনাম এইচ.ডি. দুবে ও অন্যান্যরা, যেখানে মামলাটি আপিলকারী এবং অন্য একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করার মনোনয়নপত্র স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে কিনা এই প্রশ্নের তদন্তের জন্য ট্রায়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল-উক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, বিচার আদালত কোম্পানির পরিচালকদের খালাস করে একটি আদেশ জারি করে এবং আপিলকারী/মনোনীত অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়-এরপরে, ২০১৫ সালে বিচার আদালত ১৯৫৪ সালের আইনের বিভিন্ন বিধানের অধীনে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে-বিচার আদালত ১০ দ্বারা কোনও দোষী সাব্যস্ত হয়নি যে কোম্পানি কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে-একটি আপিলে, অতিরিক্ত দায়রা জজ আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন-তবে, হাইকোর্ট তার আদেশে লক্ষ্য করেছে যে যদি কোম্পানি অভিযোগ থেকে খালাস পায়, তবে উক্ত সুবিধাটি সরাসরি আপিলকারীর কাছেও যাবে-এইভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে এবং ২০০৬ সালের খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে জারি করা কোনও শাস্তিমূলক বা বাতিলকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, এবং ২০০৬ সালের সুরক্ষা আইনের অধীনে জারি করা রায় বাতিল করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল,

"যদি ২০০৬ সালের আইনটি পাস না হত" -এইভাবে, ২০০৬ সালের আইনের ধারা ৯৭-এর পরিপ্রেক্ষিতে, এবং সাধারণ ধারাআইন, ১৮৯৭-এর ধারা ৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে কার্যধারা অব্যাহত থাকত - ২০০৬ সালের আইনের অধীনে কোনও সুবিধা নেওয়া যাবে না কারণ ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে মামলা ও শাস্তি সুরক্ষিত-যতদূর পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে মামলাটি বিচার আদালতে পাঠানোর জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি সম্পর্কিত, নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮২-এর ধারা ১ এবং ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ১৭-এর মধ্যে কোনও বস্তুগত পার্থক্য নেই যা কোম্পানিগুলির পাশাপাশি মনোনীত ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং/অথবা তদনুসারে অগ্রসর হতে দায়বদ্ধ করে শাস্তি প্রদান করে-প্রকরন (ক) এবং (খ) এর অধীনে কার্যধারা ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে বিকল্প নয়-অতএব, কোম্পানির অনুপস্থিতিতে, মনোনীত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না বা তার বিপরীতে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না-হাইকোর্ট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে পুনর্বিবেচনার জন্য পুনঃনির্দিষ্ট করা যাবে না-হাইকোর্টের পুনর্নির্বাচিত আদেশটি ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কোম্পানীর রায় পুনর্বিবেচনার জন্য অনির্দিষ্ট করে রেখেছে-যেহেতু হাইকোর্ট দ্বারা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে পুনর্বিবেচনার জন্য পুনঃনির্বাচিত করা হয়েছে।

আপিলের অনুমতি প্রদান করে আদালত

স্থির করে: ১. সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ধারা ৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যদি কোনও ভিন্ন অভিপ্রায় দেখা না যায়, কোনও সংবিধির বাতিলকরণ এই ধরনের কোনও অধিকার, বিশেষাধিকার, বাধ্যবাধকতা, দায়, জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি সম্পর্কিত কোনও তদন্ত, আইনি কার্যধারা বা প্রতিকারকে প্রভাবিত করে না এবং এই জাতীয় কোনও তদন্ত, আইনি কার্যধারা বা প্রতিকার চালু, অব্যাহত বা প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং এই জাতীয় কোনও জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি এমনভাবে আরোপ করা যেতে পারে যেন বাতিলকরণ আইন বা প্রবিধান পাস করা হয়নি। কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তা ও মান আইন, ২০০৬-এর ৯৭ (১) (iii) এবং (iv) ধারার বাতিল ও সঞ্চয় ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই আইনের বাতিলকরণ কোনও জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তির ক্ষেত্রে কোনও তদন্ত বা প্রতিকারকে প্রভাবিত করবে না এবং শাস্তি আরোপ করা যেতে পারে, "যেন ২০০৬ সালের আইনটি পাস করা হয়নি।" [অনুচ্ছেদ ১৫] [৪৬৫-ঙ-ছ]

২। সুতরাং, ২০০৬ সালের আইনের ৯৭ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ৬ ধারার অধীনেও এই আইনের অধীনে কার্যধারা অব্যাহত থাকবে। ২০০৬ সালের আইনের অধীনে কোনও সুবিধা নেওয়া যাবে না কারণ এই আইনের অধীনে মামলা ও শাস্তি সুরক্ষিত। [অনুচ্ছেদ ১৭] [৪৬৬-গ-ঘ]

৩। এখন প্রশ্নটি সংকুচিত হয়ে যায় যে, যে ত্রুটিটি বিচারের মূলে যায়, তা নিরাময়ের জন্য ৩০ বছরেরও বেশি সময় পরে বিচার আদালতে মামলাটি রিমান্ডে নেওয়ার জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত পথটি যুক্তিসঙ্গত কিনা, যদিও আইনে অনুমোদিত। [অনুচ্ছেদ ১৯] |৪৬৮-চ]

৪। খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৪-এর ধারা ১৭-এর উপ-ধারা (১)-এর প্রকরন (ক) কোম্পানির দায়িত্বে থাকা এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে দায়ী করে এবং সংস্থাটি আইনের ধারা ১৭-এর উপ-ধারা (১)-এর প্রকরন (খ)-এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী হবে। অতএব, এনআই আইনের ধারা ১৪১ এবং আইনের ধারা ১৭-এর মধ্যে কোনও বস্তুগত পার্থক্য নেই যা 'কোম্পানির পাশাপাশি মনোনীত ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং/অথবা তদনুসারে ব্যবস্থা নিতে এবং শাস্তি দিতে দায়বদ্ধ করে। প্রকরন (ক) এবং (খ) বিকল্প নয় কিন্তু সংযুক্ত। অতএব, কোম্পানির অনুপস্থিতিতে, মনোনীত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না বা বিপরীতভাবেও করা যায় না। যেহেতু কোম্পানিটি বিচার আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়নি, তাই এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে হাইকোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত আপিলকারী/মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হবে যিনি গত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন। অতএব, বিচার আদালতে রিমান্ডে নেওয়ার আদেশটি হাইকোর্টের দ্বারা প্রয়োগ করা একটি ন্যায্য বিকল্প নয় কারণ বিচার আদালত 'কোম্পানি' কে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় মনোনীত ব্যক্তির পুরো দণ্ডাদেশকে অস্থিতিশীল হিসাবে উপস্থাপন করে, [অনুচ্ছেদ ২২] [৪৭১-ক-ঘ]

পাঞ্জাব রাজ্য বনাম মোহর সিং এ. আই. আর ১৯৫৫ এস. সি ৮৪: [১৯৫৫] ১ এস. সি. আর ৮৯৩; তিওয়ারি কানহাইয়ালাল ও অন্যান্যরা বনাম আয়কর কমিশনার, দিল্লি (১৯৭৫) ৪ এস. সি. সি ১০১: [১৯৭৫] ৩ এস. সি. আর ৯২৭; অনিতা হাডা বনাম গডফাদার ট্র্যাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস প্রাইভেট লিমিটেড (২০১২) ৫ এস. সি. সি ৬৬১: [২০১২] ৫ এস. সি. আর ৫০৩-এর উপর নির্ভরশীল।

আর ব্যানার্জি এবং অন্যান্যরা বনাম এইচ ডি দুবে এবং অন্যান্যরা (১৯৯২) ২ এস. সি. সি ৫৫২: [১৯৯২] ২ এস. সি. আর ২২১; নেমি চাঁদ বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০১৮) ১৭ এস. সি. সি ৪৪৮; টি. বারাই বনাম হেনরি আহ হো এবং আরেকজন (১৯৮৩) ১ এস. সি. সি ১৭৭: [১৯৮৩] ১ এস. সি. সি ৯০৫; ত্রিলোক চাঁদ বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য (২০২০) ১০ এস. সি. সি ৭৬৩-উল্লেখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৯২] ২ এস. সি. আর ২২১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২
(২০১৮) ১৭ এস. সি. সি ৪৪৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮
[১৯৮৩] ১ এস. সি. আর ৯০৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১১
(২০২০) ১০ এস. সি. সি ৭৬৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১১
[১৯৫৫] ১ এস. সি. আর ৮৯৩	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৫
[১৯৭৫] ৩ এস. সি. আর ৯২৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১২] ৫ এস. সি. আর ৫০৩	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২০

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৭১৫।

৩৭ নং ফৌজদারি সংশোধনে জব্বলপুরের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ০৯.০১.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

সাথে

২০২০ সালের ৭১৬ নং ফৌজদারি আপিল

ডঃ অভিষেক মনু সিংভি, সিদ্ধার্থ লুথরা, প্রবীণ আইনজীবীরা, শ্রীমতী প্রিয়া পুরী, বিভব শ্রীবাস্তব, রঞ্জন দুবে, যতি শর্মা, শ্রীমতী সুপ্রিয়া জুনেজা, আদিত্য সিঙ্গলা, হার্ষ যাদব, শ্রীমতী অঙ্কিতা তিওয়ারি, অর্জুন গর্গ, অভিজিৎ শ্রীবাস্তব, শ্রীমতি শ্রুতিকা গর্গ, উপস্থিত পক্ষের আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি।

১. বর্তমান আপিলের চ্যালেঞ্জটি হল দ্বারা গৃহীত একটি আদেশের বিরুদ্ধে। এফ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট, জব্বলপুর ৯.১.২০২০-এ যার মাধ্যমে আপিলকারী/মনোনীত কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) শ্রী নির্মল সেন কর্তৃক দাখিলকৃত পুনর্বিবেচনা হিন্দুস্তান ইউনিলিভার[১] লিমিটেডের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে বিষয়টি দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ পুনর্বিবেচনার জন্য বিচার আদালতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল উভয় পক্ষই, এখন পর্যন্ত এটি আপিলকারী নির্মল সেন এবং কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত। আদেশের কার্যকরী অংশটি এইভাবে পড়েঃ

"৮। যদি কোম্পানি-হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড অভিযোগ থেকে খালাস পায়, তাহলে উক্ত সুবিধা সরাসরি আবেদনকারীর কাছেও যাবে। এই বিবেচনায়, এই আদালত বিচার আদালতের রায় এবং বিচারকের রায়ে একটি স্পষ্ট এবং পেটেন্ট ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে

---

[১] অতঃপর "কোম্পানি" হিসাবে উল্লেখিত।

আপিল আদালত, এইভাবে, এই প্রাঙ্গনে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০১ (১) ধারার অধীনে পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে বিচার আদালতের রায়ে হস্তক্ষেপ করা উপযুক্ত বলে মনে করে। অতএব, এই আদালত আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোম্পানির মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা বাতিল করতে আগ্রহী এবং আবেদনকারীর সাথে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত হওয়া হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড সংস্থাকে বিবেচনা করে নতুন রায় দেওয়ার জন্য বিষয়টি বিচার আদালতে ফেরত পাঠায়।

৯. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই সংশোধন অনুমোদিত। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত 'আপত্তিজনক দোষী সাব্যস্ততা এবং সাজা' এতদ্বারা বাতিল করা হল এবং বিষয়টি ট্রায়াল কোর্টে ফেরত পাঠানো হল উভয় পক্ষের দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণ পুনর্বিবেচনা করার জন্য এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্কিত ১৬/০৬/২০১৫ তারিখের রায় পুনর্বিবেচনা করার জন্য এবং কোম্পানি-হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড এরপর আপিল আদালত এবং এই আদালতের দ্বারা করা আলোচনার সাথে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে আবেদনকারী এবং কোম্পানি-হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডকে শুনানির সুযোগ প্রদানের পরে পুনরায় একটি পৃথক রায় প্রদান করে।

২. বর্তমান আপিলের দিকে পরিচালিত সংক্ষিপ্ত তথ্য হল যে, কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত ডালদা বনস্পতি খাজুর ব্র্যান্ড ঘি সম্পর্কে '৭.২.১৯৮৯ "-এ নেওয়া একটি নমুনার ভিত্তিতে খাদ্য ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক শ্রী এইচ. ডি. দুবে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, যা ছিল' দ্য প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডল্টারেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৪"[২]-এর বিধান অনুসারে, বনস্পতি ঘি-র নমুনা লিপ্টন ইন্ডিয়া লিমিটেডের গুদাম থেকে নেওয়া হয়েছিল, যা ভেজাল বলে প্রমাণিত হয়েছিল কারণ গলনাঙ্কটি ৪১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছিল যা সাধারণ সীমার চেয়ে বেশি, অর্থাৎ '৩১-৪১ "ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বিপরীতে। প্রাথমিকভাবে, কোম্পানির পরিচালকদের পাশাপাশি লিপ্টন ইন্ডিয়া লিমিটেডের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। যাইহোক, এই আদালত আর ব্যানার্জি ও অন্যান্যরা[৩] বনাম এইচডি দুবে ও ওরসহিসাবে রিপোর্ট করা একটি রায়ে এই কার্যধারার সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে এটি নিম্নরূপ ছিলঃ

"১২। ফলস্বরূপ, আপিল অনুমোদিত হয়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের পাশাপাশি হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশটি নির্ধারিত হয়, এইচ দয়ানি এবং ডাঃ নির্মল সেনকে মনোনীত করে মনোনয়ন পত্রগুলি প্রাপ্ত হয়েছিল কিনা এই প্রশ্নের তদন্তের নির্দেশ সহ বিষয়গুলি ঝুঁকিপূর্ণ ট্রায়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করা হয় সংক্ষেপে, ১৯৫৪ সালের আইন (১৯৯২) ২ এসসিসি ৫৫২

---

[২] সংক্ষেপে, '১৯৫৪ সালের আইন'

[৩] (১৯৯২) ২ এস সি সি ৫৫২

এবং স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ ও স্বীকার করার জন্য স্বীকৃত। এই প্রশ্নটি একটি প্রাথমিক প্রশ্ন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তার উপর একটি অনুসন্ধান রেকর্ড করবেন। যদি তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মনোনয়নপত্রগুলি উপযুক্ত স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে তবে তিনি কোম্পানি এবং মনোনীত ব্যক্তিদের ব্যতীত কোম্পানির পরিচালকদের বিরুদ্ধে কার্যধারা প্রত্যাহার করবেন। অন্যদিকে যদি তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে নির্ধারিত ফর্মগুলি উপযুক্ত স্থানীয় (স্বাস্থ্য) কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে তবে তিনি অভিযোগে অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো সমস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। মনোনীত ব্যক্তি এবং কোম্পানি সহ সমস্ত পরিচালক। সেই অনুযায়ী আপিল অনুমোদিত। "

৩. এই আদালতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি প্রতীয়মান হয় যে বিজ্ঞ বিচার আদালত কোম্পানির পরিচালকদের খালাস করে একটি আদেশ জারি করেছে এবং আপিলকারী নির্মল সেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উক্ত আদেশটি রেকর্ডে নেই তবে এটি প্রতীয়মান হয় যে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও কার্যধারা অব্যাহত রাখা হয়নি কারণ এতে চারজন অভিযুক্ত রয়েছে, যথা, লিপটন ইন্ডিয়া লিমিটেড, মহম্মদ সেলিম, হরিশ দয়ানি এবং নির্মল সেনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

৪। তারপর আইনটি বাতিল করা হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও মান আইন, ২০০৬[৪] ২৩.৮.২০০৬-এ কার্যকর হয়।

৫। ১৯৫৪ সালের আইনের বিভিন্ন ধারার অধীনে আপিলকারী/মনোনীত কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বিজ্ঞ বিচার আদালত। বিজ্ঞ বিচার আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৫৮। উপরের সম্পূর্ণ প্রমাণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, ঘটনার দিন অভিযুক্ত ডঃ নির্মল সেন হিন্দুস্তান লিমিটেড কোম্পানির মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন এবং উক্ত কোম্পানির পণ্যগুলি গোডাউন রাঠোর ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্সি, পানাগর, জব্বলপুর, মহম্মদ সেলিম থেকে পাম বাগান তেল বনস্পতিকে দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের বনস্পতি বিক্রির জন্য অভিযোগকারী খাদ্য পরিদর্শক এইচ. ডি. দুবে সেখানে গিয়েছিলেন। যখন উক্ত পণ্যটি বিক্রি করা হয়েছিল, তখন ভেজাল প্রকাশ পেয়েছিল এবং নিয়ম ৩২ (চ) অনুসারে এই সংস্থার পণ্যগুলি তালগাছের তেল বনস্পতিকে দেওয়া হয়েছিল।

---

[৪] সংক্ষেপে "২০০৬ সালের আইন"

আইন, বিবরণ এমনকি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়নি, যা প্যাকেট বা থলি মুদ্রণের ভুল ছাপের বিভাগের অধীনে আসে।

xx xx xx

৬০। অতএব, অভিযুক্ত ডঃ নির্মল সেনকে খাদ্য ভেজাল আইন, ১৯৫৪-এর ২ (১ছ) (ট) সহপঠিত ধারা ৩২ (চ)/৭ (i)/১৬ (ক) (i) এবং ধারা ২ (ঝক) (ড) সহপঠিত ৭ (i)/১৬ (১)/(ক) (i) এবং খাদ্য ভেজাল ও প্রতিরোধ আইন ১৯৫৪ এর ধারা ১৪ সহপঠিত নিয়ম ২ (ক) সহপঠিত ধারা ৭ (v)/১৬ (১গ)-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

৬। বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি সম্পূর্ণভাবে পড়ার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, ট্রায়াল চলাকালীন কোনও পর্যায়ে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। এটি লক্ষণীয় যে, পূর্বোক্ত রায়ে, আপিলকারী-কোম্পানিকে কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালত কোনও আদেশ দেয়নি। আপিলকারী নির্মল সেন কার্যধারার বিরোধিতা করেছিলেন এবং বিচার আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

৭. উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিলে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ বলেন যে, রাঠোর ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্সি এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলাটি টেকসই বলে প্রমাণিত হয়েছিল কিন্তু বিতর্কিত রায় ও আদেশে এটি উল্লেখ করা হয়নি। আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৩১. .... ৬.৭.১৯৯৩ তারিখের আদেশ অনুসারে, হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড অভিযুক্তও করা হয়েছে, কিন্তু ভুলবশত, এটি হতে পারে না বিরোধপূর্ণ রায় ও আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। আইন অনুসারে, যেকোনো কোম্পানি একটি আইনি ব্যক্তিত্ব এবং এটির অধীনে থাকা যায় না কারাদণ্ড। আপিলকারী নির্মল সেন হলেন উপরোক্ত কোম্পানির অপরাধের জন্য মনোনীত ব্যক্তি, শাস্তিপ্রাপ্ত। এই পরিস্থিতিতে, আপিলকারীকে মনে হচ্ছে না যে কেবলমাত্র কারিগরি কারণেই কোনও সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।"

৮। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতির সামনে নেমি চাঁদবনাম রাজস্থান রাজ্য[৫] হিসাবে রিপোর্ট করেছেন, এই যুক্তির সমর্থনে যে আইনটি বাতিলের অনুসরণে ২০০৬ সালের আইনের অধীনে কেবল জরিমানার শাস্তি বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং, যেহেতু ২০০৬ সালের আইনের বিধানগুলি অভিযুক্তদের পক্ষে উপকারী, তাই অভিযুক্ত ২০০৬ সালের আইন দ্বারা প্রদত্ত এই ধরনের সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকারী। দেখা গেছে যে নেমি চাঁদের সিদ্ধান্তটি অভিযুক্তদের প্রদত্ত এখতিয়ার প্রয়োগ করে পাস করা হয়েছে

---

[৫](২০১৮) ১৭ এস সি সি ৪৪৮

সাংবিধানিক আদালত, কিন্তু প্রথম আপিল আদালতে কোনও আদালত নেই।এই ধরনের নির্দিষ্ট সাংবিধানিক ক্ষমতা। আদালত ২০০৬ সালের আইনের প্রয়োগযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ বাতিলকৃত আইনের অধীনে আরোপিত শাস্তি ২০০৬ সালের আইনের ৯৭ ধারা দ্বারা সংরক্ষিত রয়েছে। আদালত এই রায় দিয়েছেঃ

> "৩৯, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, কার্যতঃ পরবর্তী আইন দ্বারা সংশোধনের ফলে, যদি কোনও অপরাধের জন্য প্রদত্ত সাজা হ্রাস বা প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে অভিযুক্তরা ভারতীয় সংবিধানের ২০ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। তবে এটিও উল্লেখযোগ্য যে অভিযুক্তদের ১৯৫৪ সালের" আইন "-এর অধীনে বিচারাধীন বিষয়ে বিচার করা হয়েছে এবং সাজা দেওয়া হয়েছে এবং এর পরিবর্তে ২০০৬ সালের খাদ্য সুরক্ষা ও মান আইন কার্যকর করা হয়েছে। এই নতুন আইনের ৯৭ (১) ধারা দ্বারা ১৯৫৪ সালের আইনটি বাতিল করা হয়েছে, তবে এটিও বিধান করা হয়েছে যে বাতিলকৃত আইনের অধীনে ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যেতে পারে এবং এই ধরনের কোনও জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি এমনভাবে আরোপ করা যেতে পারে যেন এই আইনটি পাস করা না হয়।
>
> ৪০। অতএব, নতুন আইন বাস্তবায়নের তারিখের আগে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, ১৯৫৪ সালের "আইন"-এর বিধানগুলি প্রযোজ্য এবং এটি নতুন আইন দ্বারা পুরানো আইনের ১৬ ধারার অধীনে অপরাধের সংশোধনের মাধ্যমে শাস্তি হ্রাস করা হয়েছে বলে মনে করা যায় না। নথি থেকে মনে হয় যে মামলাটি এলডি বিচার আদালতে বেশ কয়েক বছর ধরে বিচারাধীন রয়েছে। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা জমা দেওয়া বেশ কয়েকটি অবস্থানও এই বিলম্বের জন্য দায়ী এবং এই ভিত্তিতে, তারা কোনও সহানুভূতির অধিকারী নয়। অপরাধের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে, এলডি দ্বারা আপিলকারী নির্মল সেনকে প্রদত্ত সাজা। এই মামলায় অধস্তন আদালত আইন অনুসারে এবং উপযুক্ত বলে মনে হয় এবং এতে হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

৯. উপরোক্ত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত অধিবেশনের অবসান ঘটে। বিচারক আপিলকারী/মনোনীত আধিকারিকের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন কিন্তু অভিযুক্ত হরিশ দয়ানি ও মহম্মদ সেলিমের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি খারিজ করে দেওয়া হয় এবং তাঁরা খালাস পান।

১০. হাইকোর্ট তার আদেশে লক্ষ্য করেছে যে, যদি কোম্পানিটি অভিযোগ থেকে খালাস পেলে, উক্ত সুবিধাটি সরাসরি আপিলকারী/মনোনীত কর্মকর্তার কাছেও যাবে। বিচার আদালতের রায়ের পাশাপাশি আপিল আদালতের রায়ে একটি সুস্পষ্ট এবং পেটেন্ট ত্রুটি ছিল যা

হাইকোর্ট কর্তৃক পর্যবেক্ষিত। সুতরাং, কোম্পানির মনোনীত ব্যক্তি হওয়ায় আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণ ও সাজা বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি নতুন করে রায় দেওয়ার জন্য বিচার আদালতে ফেরত পাঠানো হয়।

১১. এই আদালতে আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীরা দ্বিমুখী যুক্তি তুলে ধরেন। আবেদনকারী/মনোনীত কর্মকর্তার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী ডঃ অভিষেক মনু সিংভি যুক্তি দেখান যে, আইনের ৭ (আই) ধারার সঙ্গে পঠিত ২ (ঝ ক) (ড) ধারা লঙ্ঘনের জন্য আবেদনকারীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের লঙ্ঘনের জন্য কমপক্ষে ছয় মাস এবং ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ১৬ (১) (ক) (i) ধারার অধীনে ১,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়, যেখানে ২০০৬ সালের আইনের অধীনে, শুধুমাত্র উচ্চতর গলনাঙ্কের সাথে সম্পর্কিত এই ধরনের ভেজালের শাস্তি যথাক্রমে ৫ লক্ষ টাকা এবং ৩ (১) (জেডএক্স) এবং ৩ (১) (i) ধারার অধীনে ৫ লক্ষ টাকা এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। টি বারাই বনাম হেনরি আহ হো এবং আরেকজন[৬], নেমি চাঁদ এবং ত্রিলোক চাঁদ বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের[৭] মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছে।

১২. আপিলকারী-কোম্পানির বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা যুক্তি দেখান যে কোম্পানিটি বিচার আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়নি। অতএব, পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট পুনর্বিচারের আদেশ দিতে পারত না, আরও বেশি করে যখন কোম্পানিকে শুনানির কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি, যেহেতু বিচার আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কোনও আদেশ ছিল না, এবং শুনানির কোনও সুযোগও দেওয়া হয়নি, এই ধরনের আদেশ ফৌজদারি কার্যবিধির কোড, ১৯৭৩[৮]-এর ধারা ৪০১-এর উপ-ধারা (২) লঙ্ঘন করে। কোডের ধারা ৪০১ (২) এভাবে লেখা আছেঃ

> "৪০১ (২) এই ধারার অধীনে অভিযুক্ত বা অন্য ব্যক্তির কুসংস্কারের জন্য কোনও আদেশ দেওয়া হবে না যদি না তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা নিজের প্রতিরক্ষায় উকিলের দ্বারা শোনার সুযোগ পান।

১৩. ২০০৬ সালের আইনের অধীনে প্রদত্ত শাস্তি সম্পর্কে ডঃ সিংভির উত্থাপিত যুক্তিতে আমরা কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। টি বারাই মামলায় এই আদালতের রায়টি আইন সংশোধনের ফলস্বরূপ যখন সংসদ দ্বারা ধারা ১৬ক যুক্ত করা হয়েছিল। একইভাবে, নেমি চাঁদের রায়টি কেবল আইনের সংশোধনী থেকে উদ্ভূত একটি রায় ছিল। আইনের সংশোধনীগুলির সুবিধা, আইনের অধীনে কার্যধারা থেকে উদ্ভূত আপিলে অভিযুক্তদের যথাযথভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে।

---

[৬](১৯৮৩) ১ এস. সি. সি ১৭৭

[৭]২০১০ সালের ১৮৩১ নং ফৌজদারি আপিলের সিদ্ধান্ত ১.১০.২০১৯ তারিখে গৃহীত হয়েছে।

[৮]সংক্ষেপে, 'কোড'

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে, ২০০৬ সালের আইনের ৯৭ ধারা দ্বারা আইনটি বাতিল করা হয়েছে, তবে, আইনের অধীনে আরোপিত শাস্তিগুলি সুরক্ষিত করা হয়েছে। ২০০৬ সালের আইনের ৯৭ ধারা, যা ৫.৮.২০১১-এ কার্যকর হয়েছিল, তা নিম্নরূপঃ

"৯৭. বাতিলকরণ এবং সঞ্চয়- (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে যে তারিখ নির্ধারণ করতে পারে, সেই তারিখ থেকে দ্বিতীয় তফসিলে নির্দিষ্ট আইন ও আদেশ বাতিল হয়ে যাবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের বাতিলকরণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করবে নাঃ -

(i) আইনের পূর্ববর্তী কার্যাবলী এবং বাতিলকরণের অধীন আদেশ বা এর অধীনে যথাযথভাবে করা বা ভোগ করা কোনও কিছু; অথবা

(ii) বাতিলকরণের অধীন কোন আইন বা আদেশের অধীনে অর্জিত, অর্জিত বা ব্যয়িত কোন অধিকার, বিশেষাধিকার, বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতা;

(iii) বাতিলকরণের অধীন আইন ও আদেশের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে যে কোনও জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি; অথবা

(iv) এইরূপ কোন জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তির বিষয়ে কোন তদন্ত বা প্রতিকার,

এবং এই জাতীয় কোনও তদন্ত, আইনী কার্যধারা বা প্রতিকার চালু, অব্যাহত বা প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং এই জাতীয় কোনও জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি আরোপ করা যেতে পারে, যেন এই আইনটি পাস করা হয়নিঃ

(২) এই আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনও রাজ্যে আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইন থাকলে, এই আইনটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে সাধারণ দফা আইন, ১৮৯৭ (১৮৯৭-এর ১০ নং ধারা)-এর ৬ নং ধারার বিধানগুলি এমনভাবে প্রযোজ্য হবে যেন রাজ্য আইনের সেই বিধানগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

(৩) উপরোক্ত আইন প্রণয়ন ও আদেশ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও, এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বলবৎ থাকা এই জাতীয় আইন বা আদেশের অধীনে জারি করা লাইসেন্সগুলি সমস্ত উদ্দেশ্যে তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, যেন সেগুলি এই আইন বা তার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুসারে জারি করা হয়েছিল।

(৪) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের তারিখ থেকে তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোন আদালত বাতিলকৃত আইন বা আদেশের অধীন কোন অপরাধের বিচার গ্রহণ করবে না।

১৪। সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ৬ নং ধারায় নিম্নরূপ বাতিলের প্রভাব প্রদান করা হয়েছেঃ

"এই আইন বা এই আইন প্রবর্তনের পর প্রণীত কোনও কেন্দ্রীয় আইন বা প্রবিধান যদি এতদিন বা তার পরে প্রণীত কোনও আইন বাতিল করে দেয়, তা হলে ভিন্ন কোনও অভিপ্রায় দেখা না দিলে বাতিল হবে না -

(ঙ) এই জাতীয় কোনও অধিকার, বিশেষাধিকার, বাধ্যবাধকতা, দায়বদ্ধতা, জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি সম্পর্কিত কোনও তদন্ত, আইনী কার্যধারা বা প্রতিকারকে প্রভাবিত করে;

এবং এই জাতীয় কোনও তদন্ত, আইনী কার্যধারা বা প্রতিকার চালু করা যেতে পারে, অব্যাহত রাখা যেতে পারে বা প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং এই জাতীয় কোনও জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি এমনভাবে আরোপ করা যেতে পারে যেন বাতিলকরণ আইন বা প্রবিধান পাস করা হয়নি।

১৫। সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ৬ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, যদি ভিন্ন অভিপ্রায় দেখা না যায়, কোনও সংবিধির বাতিলকরণ এই ধরনের কোনও অধিকার, বিশেষাধিকার, বাধ্যবাধকতা, দায়, জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি সম্পর্কিত কোনও তদন্ত, আইনি কার্যধারা বা প্রতিকারকে প্রভাবিত করে না এবং এই জাতীয় কোনও তদন্ত, আইনি কার্যধারা বা প্রতিকার চালু করা, অব্যাহত রাখা বা প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং এই জাতীয় কোনও জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি এমনভাবে আরোপ করা যেতে পারে যেন বাতিলকরণ আইন বা প্রবিধান পাস করা হয়নি। কিন্তু ২০০৬ সালের আইনে, ধারা ৯৭ (১) (iii) এবং (iv)-এ অন্তর্ভুক্ত বাতিল ও সঞ্চয় ধারাটি বিশেষভাবে বিধান করে যে আইনটির বাতিলকরণ এই ধরনের কোনও জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি সম্পর্কিত কোনও তদন্ত বা প্রতিকারকে প্রভাবিত করবে না এবং শাস্তি আরোপ করা যেতে পারে, যেন ২০০৬ সালের আইনটি পাস করা হয়নি। বাতিলকৃত বিধানগুলির অধীনে জরিমানা বা মামলা চালিয়ে যাওয়া বা শুরু করা যেতে পারে কিনা এই প্রশ্নটি এই আদালত দ্বারা পাঞ্জাব রাজ্য বনাম মোহর সিং[৯] মামলায় পরীক্ষা করা হয়েছে, যেখানে এই আদালত ইংল্যান্ডের ব্যাখ্যা আইনের ধারা ৩৮ (২)-এর আদলে সাধারণ ধারা আইনের ধারা ৬ পরীক্ষা করেছে। এটি নিম্নরূপ রায় দেওয়া হয়েছিলঃ

---

[৯]এআইআর ১৯৮৫ এসসি ৮৪

"৬, ইংল্যান্ডের আইনের অধীনে, যেমনটি ১৮৮৯ সালের ব্যাখ্যা আইনের আগে ছিল, একটি আইন বাতিল করার প্রভাব সংসদের রেকর্ড থেকে এটিকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার জন্য বলা হয়েছিল, যেন এটি কখনই পাস করা হয়নি, সেই পদক্ষেপগুলির উদ্দেশ্য ব্যতীত, যা শুরু করা হয়েছিল, মামলা করা হয়েছিল এবং উপসংহারে এসেছিল যখন এটি একটি বিদ্যমান আইন ছিল [সংবিধিবদ্ধ আইনের উপর ক্রেইস, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৩২৩]। সুতরাং কোনও সঞ্চয় ধারা ছাড়াই বাতিল করা হলে, বাতিলকরণ আইন কার্যকর করার সময় এখনও শুরু না হওয়া বা মুলতুবি থাকা এবং চূড়ান্ত রায় পর্যন্ত ইতিমধ্যে মামলা না করা যে কোনও কার্যধারা ধ্বংস হয়ে যাবে যাতে একটি স্বার্থান্বেষী অধিকার তৈরি করা যায় [সংবিধিবদ্ধ নির্মাণের উপর ভিডিও ক্রফোর্ড, পৃ ৫৯৯-৬০০ ডব্লিউ]। বাতিলকরণ আইনের অধীনে ইতিমধ্যে অর্জিত বা ব্যয় করা অধিকার এবং দায়বদ্ধতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাতিলকরণ সংবিধানে একটি সঞ্চয় ধারা সন্নিবেশ করার জন্য এই জাতীয় ফলাফলের অনুশীলন ইংল্যান্ডে অস্তিত্ব লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে, প্রতিটি অনুষ্ঠানে একটি সঞ্চয় ধারা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দূর করার জন্য, ১৮৮৯ সালের ব্যাখ্যা আইনে ৩৮ (২) ধারা যুক্ত করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে, বিপরীত অভিপ্রায় দেখা না গেলে বাতিলকরণ বাতিলকৃত আইনের পূর্ববর্তী কার্যকারিতা বা তার অধীনে যথাযথভাবে করা বা ভোগ করা কোনও কিছুকে প্রভাবিত করে না এবং বাতিলকৃত আইনের অধীনে কোনও অধিকার, দায়বদ্ধতা এবং জরিমানার ক্ষেত্রে কোনও তদন্ত, আইনি কার্যধারা বা প্রতিকার চালু, অব্যাহত বা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেন বাতিলকরণ আইনটি পাস করা হয়নি। সাধারণ ধারা আইনের ৬ ধারা, যা সুপরিচিত, ইংল্যান্ডের ব্যাখ্যা আইনের ৩৮ (২) ধারার মতোই।

৯। প্রত্যর্থীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের মধ্যে রয়েছে একটি মিথ্যা দাবি দায়ের করা। দাবিটি অধ্যাদেশের ৪ ধারার বিধান অনুসারে দায়ের করা হয়েছিল এবং অধ্যাদেশের ৭ ধারার অধীনে কোনও দাবি সম্পর্কিত কোনও মিথ্যা তথ্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। হাইকোর্ট অবশ্যই এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক যে আইনের ১১ ধারা অধ্যাদেশের অধীনে দায়ের করা দাবিকে আইনের অধীনে দাবি করে না যাতে ৭ ধারার কার্যকারিতা আকৃষ্ট হয়। আইনের ১১ ধারাটি নিম্নলিখিত মেয়াদে রয়েছেঃ

> "১৯৪৮ সালের পূর্ব পাঞ্জাব শরণার্থী (ভূমি দাবি নথিভুক্তকরণ) অধ্যাদেশ ৭ এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে এবং এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বা তার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে কোনও নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি জারি, যে কোনও কাজ, যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, জারি করা হয়েছে, করা হয়েছে বা প্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে করা হবে যে

এই আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা থেকে, যেন এই আইনটি ১৯৪৮ সালের ৩রা মার্চ কার্যকর হয়েছিল।"

.....দাবির সত্যতা বা মিথ্যাতা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তদন্ত করতে হবে এবং যদি প্রমাণিত হয় যে দাবিদার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য মিথ্যা, তাহলে তাকে অবশ্যই আইনের ৭ এবং ৮ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। যদি আমরা ধরে নিই যে অধ্যাদেশের অধীনে দাখিল করা দাবির ক্ষেত্রে আইনে থাকা দণ্ডনীয় বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে না, তবে ফলাফলগুলি অস্বাভাবিক হবে এবং মিথ্যা দাবির কারণে যদি কোনও শরণার্থী তার পক্ষে বরাদ্দ পেতে সফল হন, তবুও আইনের ৮ ধারার অধীনে এই ধরনের বরাদ্দ বাতিল করা যাবে না। আমরা মনে করি যে ধারা ৪৭ এবং ৮ এর বিধানগুলি স্পষ্ট করে তোলে যে আইনসভার উদ্দেশ্য ছিল না যে আইনটি পাস হওয়ার পরে অধ্যাদেশের অধীনে দাখিল করা দাবিগুলির অধিকার এবং দায়গুলি বিলোপ করা হবে এবং এটি ধরে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে বর্তমান মামলাটি সাধারণ ধারা আইনের ৬ ধারার কার্যকারিতা আকর্ষণ করবে। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে আইনের ১১ ধারাটি কিছুটা অস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে এবং এতে এমন কোন অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়নি যা সাধারণত আইন বাতিলের সাথে যুক্ত ধারাগুলি সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু উপরে যেমন বলা হয়েছে, আমাদের বিবেচনার বিষয় হল, আইনটি কি এমন কোন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে যা অধ্যাদেশের অধীনে অর্জিত বা বহনযোগ্য অধিকার এবং দায়বদ্ধতার ধারাবাহিকতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং আমাদের মতে, এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচকভাবে দিতে হবে।

।

১৬. তিওয়ারি কানহাইয়ালাল অ্যান্ড ওরস বনাম আয়কর কমিশনার, দিল্লি,[১০] নামে আরেকটি রায়ে বলা হয়েছে, আয়কর আইন, ১৯৬১ কার্যকর হওয়ার পরে ১৯২২ সালের আয়কর আইনের অধীনে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছিল। করদাতার প্রাঙ্গনে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। আয়কর আইন, ১৯৬১ কার্যকর হওয়ার পরে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হয়েছিল। জরিমানার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল এবং ১৯৬১ সালের আইনের অধীনে এটি আরোপ করা হয়েছিল। পরে, ১৯৬১ সালের আইনের ২৭৭ ধারার অধীনে অপরাধের অভিযোগে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। আয়কর আইন, ১৯২২-এর অধীনে আরও একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এই আদালত বলেছিল যে ১৯২২ সালের আইনের অধীনে অভিযোগগুলি প্রভাবিত হয়নি। এটি নিম্নরূপ ছিলঃ

৭. এই আপিলগুলির শুনানির সময় উত্থাপিত একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও নিষ্পত্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়।_____

[১০] (১৯৭৫) ৪ এস. সি. সি ১০১

> ১৯৬১ সালের আইনের ২৯৭ ধারাটি ধারা ৫২ সহ ১৯২২ সালের আইনটিকে বাতিল করে দেয়। উপ-ধারা (২)-এ ১৯২২ সালের আইনের বাতিলকৃত ধারা ৫২-এর অধীনে মামলা দায়েরের জন্য কোনও সঞ্চয় করা হয়েছে বলে মনে হয় না। ১৯৬১ সালের আইনের ২৭৭ ধারার অধীনে অপরাধগুলি ঘটানোর জন্য ২৯৭ (২) ধারার (জ) ধারার আশ্রয় নেওয়া সঠিক বলে মনে হয় না, যেমনটি প্রথম ১২টি অভিযোগ আবেদনে উত্তরদাতার দ্বারা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরে উপ-ধারা (২)-এর কোনও ধারা থেকে সাধারণ ধারা আইনের ৬ ধারায় যা বলা হয়েছে তার থেকে আলাদা উদ্দেশ্য দেখা যায় না। অভিযোগ করা তথ্যের ভিত্তিতে ১৯২২ সালের আইনের ৫২ ধারার অধীনে ফৌজদারি দায়বদ্ধতা সাধারণ ধারা আইনের ৬ ধারার প্রকরন (গ) এর অধীনে প্রভাবিত হয় না...

১৭। সুতরাং, ২০০৬ সালের আইনের ৯৭ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ৬ ধারার অধীনেও এই আইনের অধীনে কার্যধারা অব্যাহত থাকবে। ২০০৬ সালের আইনের অধীনে কোনও সুবিধা নেওয়া যাবে না কারণ এই আইনের অধীনে বিচার ও শাস্তি সুরক্ষিত।

১৮. ত্রিলোকচাঁদ মামলায় এই আদালতের রায়ই একমাত্র রায় যা ২০০৬ সালের আইনের সুবিধা দিয়েছে এবং ৫,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ করে এই সাজা জারি করা হয়েছে। ২০০৬ সালের আইনের ৯৭ ধারার দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি, যা বাতিল আইনের অধীনে প্রদত্ত শাস্তিকে রক্ষা করে। অতএব, ত্রিলোকচাঁদ মামলার আদেশটি তার নিজস্ব তথ্যের উপর ভিত্তি করে।

১৯। যাইহোক, আমরা মিঃ লুথরার যুক্তিতে যোগ্যতা খুঁজে পাই যে, হাইকোর্টের দ্বারা কোম্পানির বিরুদ্ধে বিচার আদালতে রিমান্ডের আদেশটি এই কারণে বহাল রাখা যায় না যে, কোডের ৪০১ (২) ধারার অধীনে বিবেচিত শুনানির সুযোগ না দিয়ে এই ধরনের আদেশ পাস করা হয়েছিল। এইভাবে প্রশ্নটি এখন সংকুচিত হয়ে যায় যে, ৩০ বছরেরও বেশি সময় পরে বিচারের মূলে যাওয়া ত্রুটি নিরাময়ের জন্য মামলাটি বিচার আদালতে রিমান্ডে নেওয়ার জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত পথটি ন্যায়সঙ্গত কিনা, যদিও আইনে অনুমোদিত।

২০. অনিতা হাড়া বনাম গডফাদার ট্র্যাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস প্রাইভেট লিমিটেড[১১]মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ "নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১[১২]-এর ১৩৮ ধারার অধীনে কার্যধারায় কোম্পানির অনুপস্থিতিতে পরিচালকদের দোষী সাব্যস্ত করার প্রশ্ন বিবেচনা করেছে" এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর অধীনে কার্যধারাতেও।

---

[১১] (২০১২) ৫ এস সি সি ৬৬১

[১২] সংক্ষেপে, 'এনআই আইন'

আদালত বলেছে যে কোম্পানিগুলির দ্বারা অপরাধের সাথে সম্পর্কিত এনআই আইনের ১৪১ ধারায় বিবেচনা করা হয়েছে যে প্রতিটি ব্যক্তি যিনি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় দায়িত্বে ছিলেন এবং কোম্পানির পাশাপাশি কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানির কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন, তিনি এই অপরাধে দোষী বলে বিবেচিত হবেন এবং তদনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং শাস্তি দেওয়া হবে। এই আদালত উক্ত বিধান বিবেচনা করে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> "৩৮. উপরোক্ত ঘোষণাগুলি থেকে যে নীতিটি বের করা যেতে পারে তা হল, কোন উদ্দেশ্যে আইনি কল্পকাহিনী তৈরি করা হয়েছে তা নির্ধারণ করা আদালতের বাধ্যতামূলক কর্তব্য। এটি করা নিষিদ্ধ না হলে সমস্ত বাস্তব পরিণতি এবং দৃষ্টান্ত সহ কল্পকাহিনী কল্পনা করাও আদালতের কর্তব্য। তা ছাড়া," "বিবেচিত" "শব্দটির ব্যবহারকে তার প্রেক্ষাপটে পড়তে হবে এবং আরও, সম্পূর্ণ যৌক্তিক উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব বুঝতে হবে। এটি কারণ আধুনিক আইনে" "বিবেচিত" "শব্দটি বহুবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। আইনসভার উদ্দেশ্যটি মনে রাখতে হবে।"
>
> xx xx xx
>
> ৫৬। আমরা উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলি উল্লেখ করেছি শুধুমাত্র এই বিষয়টি তুলে ধরার জন্য যে, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিধানগুলি কঠোরভাবে পালন করতে হবে কারণ এটি শাস্তিমূলক বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত এবং ব্যক্তিদের অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন কোনও জরিমানা আরোপ করা হবে না, তা সে আইনি সংস্থা বা ব্যক্তি যাই হোক না কেন, যদি না তাদের অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো হয়। এটি মনে রাখতে হবে যে শাস্তির ক্ষমতা আইনসভার হাতে ন্যস্ত এবং এটি আইনের ১৪১ ধারায় পরম যা স্পষ্টভাবে কোম্পানির দ্বারা অপরাধ করার কথা বলে। উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে অনুরোধ করেছেন যে এই বিভাগে "পাশাপাশি" শব্দটির ব্যবহার অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ এবং এটি কোম্পানির পাশাপাশি পরিচালক এবং/অথবা অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে আসে যারা কোম্পানির কাজের জন্য দায়ী এবং তাই, পরিচালক বা অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণযোগ্য, এমনকি যদি সংস্থাটি অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত না হয়। "পাশাপাশি" শব্দগুলি প্রসঙ্গে বুঝতে হবে।
>
> xx xx xx
>
> ৫৮. কঠোর নির্মাণের মতবাদ প্রয়োগ করে, আমরা বিবেচনা করি যে কোম্পানি দ্বারা অপরাধ করা হয়

অন্যদের পরোক্ষ দায়বদ্ধতাকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি সুস্পষ্ট শর্ত। সুতরাং, এই বিভাগে উপস্থিত "কোম্পানি" শব্দগুলি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দেয় যে যখন কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে, তখন কেবলমাত্র অন্যান্য বিভাগে উল্লিখিত ব্যক্তিরা পিটিশনে এবং তার প্রমাণ সাপেক্ষে অপরাধের জন্য পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ হতে পারে। কেউ এই সত্যটি সম্পর্কে অবহেলা করতে পারে না যে সংস্থাটি একজন আইনী ব্যক্তি এবং এর নিজস্ব সম্মান রয়েছে। যদি কোনও অনুসন্ধান তার বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়, তবে এটি তার খ্যাতিতে অবনতি তৈরি করতে পারে। এমন পরিস্থিতি হতে পারে যখন কোনও পরিচালককে অভিযুক্ত করা হলে কর্পোরেট খ্যাতি প্রভাবিত হয়।

৫৯। আমাদের পূর্বোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আইনের ১৪১ ধারার অধীনে মামলা চালানোর জন্য কোনও সংস্থাকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করা অপরিহার্য।

২১. এই আইনের ১৭ নং ধারাটি নিম্নরূপঃ

১৭। সংস্থাগুলির দ্বারা অপরাধ-(১) এই আইনের অধীনে কোনও সংস্থা যদি কোনও অপরাধ করে থাকে, তা হলে -

(ক) (i) উপ-ধারা (২) এর অধীনে কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানির দায়িত্বে এবং দায়বদ্ধ হওয়ার জন্য মনোনীত ব্যক্তি, যদি থাকেন, (এরপরে এই ধারায় দায়ী ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), অথবা

(ii) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে এইভাবে মনোনীত করা হয়নি, সেই ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় যে ব্যক্তি কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এবং দায়বদ্ধ ছিলেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তি; এবং

(খ) কোম্পানি,

অপরাধের জন্য দোষী বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই এই আইনে প্রদত্ত কোনও শাস্তির জন্য দায়বদ্ধ হবে না যদি তিনি প্রমাণ করেন যে অপরাধটি তাঁর অজান্তে সংঘটিত হয়েছিল এবং তিনি এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য সমস্ত যথাযথ পরিশ্রম করেছিলেন।

২. **** ******

২২। আইনের ১৭ ধারার উপ-ধারা (১)-এর ধারা (ক) কোম্পানির দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ করে এবং কোম্পানিটি আইনের ১৭ ধারার উপ-ধারা (১)-এর প্রকরন (খ)-এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী হবে। অতএব, এনআই আইনের ১৪১ ধারা এবং আইনের ১৭ ধারার মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই যা কোম্পানি এবং মনোনীত ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং/অথবা তদনুসারে ব্যবস্থা নিতে এবং শাস্তি পেতে দায়বদ্ধ করে। প্রকরন (ক) এবং (খ) বিকল্প নয় কিন্তু সংযুক্ত। অতএব, কোম্পানির অনুপস্থিতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না বা উল্টোটাও করা যায় না। যেহেতু কোম্পানিটি বিচার আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়নি, তাই আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত আপিলকারী/মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হবে যিনি গত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন। অতএব, বিচার আদালতে রিমান্ডে নেওয়ার আদেশটি একটি ন্যায্য বিকল্প নয়, যা হাইকোর্ট দ্বারা প্রয়োগ করা হয় কারণ বিচার আদালত 'কোম্পানি' কে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় মনোনীত ব্যক্তির পুরো দণ্ডাদেশকে অস্থায় বলে মনে করে।

২৩. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আপিল অনুমোদিত হয় এবং হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করা হয়। ফলস্বরূপ অভিযোগটি খারিজ হয়ে যায়।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar